দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN..1 5 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫.....

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে হাবিবুর রহমান

শিশু বিশ্বকোষ বড়দের ও বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে নিয়ে যাবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

"বিশ্বকোষ হচ্ছে বিশ্বকে ঘরের মধ্যে টেনে আনার মাধ্যম। এর হাত ধরে শিশু-কিশোররাই শুধু নয় বড়রাও একই সঙ্গে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ পান বিশ্বের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারে।"

গতকাল বৃহস্পতিবার একথা বলেছেন বাংলাদেশে শিশু একাডেমি প্রকাশিত 'শিশু-বিশ্বকোষ' গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় একাডেমিরই মূল মিলনায়তনে।

কিশোরী আয়েশা সিদ্দিকীর পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত এই অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, শিশু-বিশ্বকোষের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রাবন্ধিক ডাঃ আহমদ রফিক, ভাষাশৈলী সম্পাদক সমন্বয়ক অধ্যাপক হায়াত মামুদ, শিল্প সম্পাদক হাশেম খান ও বাংলা একাডেমির অন্যতম পরিচালক কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'শিশু-বিশ্বকোষ'-এর সমন্বয়ক শিশু একাডেমির পরিচালক গোলাম কিবরিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির চেয়ারম্যান বেগম তাহরুন্নেসা আবদুল্লাহ।

আলোচনা সভা শুরু হওয়ার আগে 'শিশু-বিশ্বকোষ'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সম্পাদক বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিদ ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেন, "শিশু একাডেমি প্রকাশিত ৫ খণ্ডের একটা পথিকৃৎ গ্রন্থের জন্মকথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। এটা পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, আমি যা একেবারেই জানি না, কেবল ভাসা ভাসা জানি, এতে তার অন্তত ৭৫ ভাগ রয়েছে। তাই এই বিশ্বকোষ আমার জন্য ব্যাপক জ্ঞান অর্জনের একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে।"

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তার ভাষণে বলেন, "শিশু একাডেমি এই শিশু-বিশ্বকোষ প্রকাশ করে একটা জাতীয় কর্তব্য পালন করেছে। এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা গৌরববোধ করতে পারেন।"

তিনি আরো বলেন, "মুক্তবুদ্ধির চর্চাই সমাজ প্রগতির চালিকাশক্তি। আমরা ছোটবেলায় 'শিশু ভারতী' পড়েছি, তার চাইতে অনেক বেশি উন্নততর শিশু একাডেমির প্রকাশিত এই বিশ্বকোষ।"

শিশু-বিশ্বকোষের অন্যতম সম্পাদক ডাঃ আহমদ রফিক বলেন, "সাহিত্য-সংস্কৃতি তার নিজস্ব পথ ধরেই এগুবে।" তিনি আরো বলেন, "সমাজ প্রগতিকে এগিয়ে নিতে হলে সহিষ্ণুতা ও উদারতা থাকা উচিত। রাজনীতিকদের সেটা বোঝা দরকার।" তিনি সবশেষে বলেন, "এর আগে এধরনের কাজ বাংলাদেশে আর কখনো হয়নি। এ এক বিশেষ ঘটনা। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমি গৌরববোধ করছি।"

শিশু একাডেমি প্রকাশিত শিশু বিশ্বকোষ প্রকাশনা উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার শিশু একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি হাবিবুর রহমান

বাংলা একাডেমির অন্যতম পরিচালক কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন উপস্থিত শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ করে বলেন, এই বই একান্তভাবে তোমাদের জন্যই। আমরা যে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছি, সেই বাংলা ভাষায় তোমাদের জন্য ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হলো তোমাদের জ্ঞান আহরণ সহায়ক এই বিশ্বকোষ।" তিনি পরিশেষে বলেন, "অবিরাম চর্চার ভেতর দিয়েই জ্ঞানের বিকাশ হয়।"

শিশু-বিশ্বকোষের ভাষাশৈলী সম্পাদক ও সমন্বয়ক অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ তার ভাষণে বলেন, "পাঁচ খণ্ডের এই বিশ্বকোষে যদি কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তার দায় আমাকেই বহন করতে হবে। কোষগ্রন্থ বা অভিধান যাই বলি না কেন একটি সংস্করণে পূর্ণতা পায় না। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি এতে কোন ত্রুটি থেকে থাকে সেটা পেশ করলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা তার সংশোধনে অবশ্যই সচেষ্ট হবো।"

শিল্প সম্পাদক অধ্যাপক হাশেম খান শিশু-বিশ্বকোষে তার বিভাগীয় দায়িত্বের প্রায় অনুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরে বলেন, "দুইটি রাজনৈতিক পরিবর্তনগত নিয়ন্ত্রণের ভেতরে থেকে আমাদের কাজ করতে হয়েছে। তবুও জাতির বিকাশের জন্য তাকে আলোকিত করার কাজ করতে হবে, এই বোধ থেকে আমরা কাজ চালিয়ে যাই নানা সীমাবদ্ধতাকে সম্বল করে। শিশু-বিশ্বকোষ অনেক বড় কাজ।"

সভাপতির ভাষণে শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান বেগম তাহরুন্নেসা আবদুল্লাহ বলেন, "শিশু-কিশোররা ধন নয়, মান নয়, তারা চায় শুধু জ্ঞান। তাদের এই জ্ঞানপিপাসা মেটাতে প্রভূত সাহায্য করবে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত এই শিশু-বিশ্বকোষ।"

অনুষ্ঠানের শুরুতে তার স্বাগত ভাষণে শিশু একাডেমির পরিচালক গোলাম কিবরিয়া বলেছেন, "১৯৭১ সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি শুধু একটি ভূখণ্ডের জন্য। করেছিলাম আমাদের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে।" দুরূহ এই কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে যেসব বাধাবিঘ্ন মোকাবিলা করতে হয়েছে, তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, সুদৃঢ় সংকল্পই সম্ভব করে তুলেছে শিশু-বিশ্বকোষের প্রকাশ ঘটনাকে। এর জন্য আমি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিশু সাহিত্যিক সুজন বড়ুয়া।

উল্লেখ্য, শিশু একাডেমি পরিকল্পিত এই শিশু-বিশ্বকোষের কাজ শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। শেষ হয় '৯৭ সালে। রাজনৈতিক দু' দুটি পটপরিবর্তনের ফলে এটি শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক আলোর মুখ দেখলো।

৫ খণ্ডে এটি সমাপ্ত। ৪ জন সম্পাদক এর সম্পাদনায় ছিলেন। ভাষাশৈলী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন একজন। অলংকরণের কাজ করেছেন মোট ৭ জন চিত্রশিল্পী। আলোকচিত্রীর সংখ্যা ১৬। মূল ভুক্তির সংখ্যা ২৮৪৬। দ্রষ্টব্য ভুক্তি ৭৪১। ভুক্তি লেখকের সংখ্যা ৬৬। সাদাকালো ছবির সংখ্যা ২১৩০। রঙিন ছবির সংখ্যা ১৪১। ৫ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৬৪। মূল্য ১১০০.০০ টাকা।